মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক নং-কলেজ/অনু/ তারিখ ঃ

বিষয় : মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন কুতুবপুর স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ (বিধিবহির্ভূতভাবে বরখাস্তকৃত) জনাব সুন্নত আলীর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত।

সূত্র : অত্র বোর্ডের গত ১৫-১২-২০১৫ খ্রি. এবং ২৫-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখের আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির ৬০তম সভার সিদ্ধান্ত।।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকুরীবিধি অনুযায়ী বোর্ডের আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে পর্যালোচনা এবং বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন শিক্ষককে বরখাস্ত/অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির নেই। অথচ আপনি আপনার কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সুন্নত আলীকে বোর্ডের আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির পর্যালোচনা এবং পূর্বানুমতি ছাড়ায় সরাসরি চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে আইনের সুস্পস্ট লঙ্ঘন করেছেন। জনাব সুন্নত আলীকে বরখাস্তের পূর্বে আপনি তার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য যে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছিলেন তার মধ্যে ০২ জন সদস্যই উক্ত অধ্যক্ষ জনাব সুন্নত আলীর অধীনে কর্মরত শিক্ষক। সুতরাং আপনার উক্ত তদন্ত কমিটিও আইনানুগ ছিলনা। তাছাড়া জনাব সুন্নত আলীকে বরখাস্ত করার পর আপনি তাকে কোন রকম জীবন-ধারণ ভাতা প্রদান করেননি যা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারি শৃঙ্খলা বিধিমালার পরিপন্থী।

আপনাদের উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বোর্ডের আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির গত ১৫-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৫৯ তম সভায় জনাব সুন্নত আলীকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করার জন্য আপনার প্রস্তাবের উপর দীর্ঘক্ষণ ধরে বিশদভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সেখানে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে অন্যান্যের মধ্যেও উল্লেখিত কারণে অধ্যক্ষ জনাব সুন্নত আলীকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করার জন্য আপনার প্রস্তাবটি অনুমোদন নাকরে তাকে স্বপদে যোগদান করানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনি গত ২০-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখে বোর্ডে আবেদন করেছিলেন। সেখানে আদালতে জনাব সুন্নত আলীর বিরুদ্ধে মামলা থাকা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। পুনরায় আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির ২৫-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখের ৬০ তম সভায় আপনাদের উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আপনার আবেদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সেখানে সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন ঘটনায় তিনি (অধ্যক্ষ) দোষী স্বাবস্থ্য হননি। তাছাড়া কোন আদালত থেকে অধ্যক্ষ জনাব সুন্নত আলীর দায়িত্ব পালনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি। ঐ সভায় আপনার প্রস্তাবটি অনুমোদন করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুজে পাওয়া যায়নি ফলে আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির ১৫-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখের সিদ্ধান্তটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (রেজুলেশন কপি সংযুক্ত)।

অতএব এই পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অধ্যক্ষ (বিধিবহির্ভূতভাবে বরখাস্তকৃত) জনাব সুন্নত আলীকে স্বপদে যোগদান করিয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

উল্লেখ্য , ২৫-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আপিল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্তের অনুলিপি অত্রসাথ প্রেরণ করা হল।

(স্বাক্ষরিত)
(অমল কুমার বিশ্বাস)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
ফোন ঃ ০৪২১-৬৮৬৩৮

সভাপতি
নির্বাহী কমিটি
কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ
ডাক-কাথুলী, উপজেলা-গাংনী, মেহেরপুর।

স্মারক নং-কলেজ/অনু/ ৯৭১(৭)/৬ তারিখ ঃ ০৬/৩/২০১৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)।

১। জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর ।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাংনী , মেহেরপুর
৪। ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, মেহেরপুর শাখা, মেহেরপুর।
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গাংনী, মেহেরপুর।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
৭। জনাব সুন্নত আলী, অধ্যক্ষ, কুতুবপুর স্কুল এণ্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর। (আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বলা হল)।
[illegible] অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কুতুবপুর স্কুল এণ্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর। (আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে